FEED THE FUTURE
The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

ফিড দ্যা ফিউচার বাংলাদেশ অ্যাকোয়াকালচার অ্যাক্টিভিটি

অধিবেশন-৫: মাছ চাষে কিছু সাধারণ সমস্যা এবং প্রতিকার

পুকুরের পানির লাল স্তর নিয়ন্ত্রণে প্রতি শতাংশ জলাশয়ে ১০০ গ্রাম ফিটকিরি অথবা প্রতি শতাংশ জলাশয়ে ১০০ গ্রাম থেকে ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া সার ১০-১২ দিন পরপর ৩ থেকে ৪ বার প্রয়োগ করুন।

পুকুরের ঘন সবুজ স্তর নিয়ন্ত্রণে মাছের খাদ্য ও সার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন। খড় অথবা কলাপাতার দড়ি ব্যবহার করে প্রতিদিন ঘন সবুজ স্তর অপসারণ করুন। পুকুরে বড় আকারের সিলভার কার্প মাছ মজুদ করুন।

ঘোলাত্ব প্রতিকারে প্রতি শতাংশে ৫০০ গ্রাম পোড়া চুন বা প্রতি শতাংশে প্রতি ফুট পানির গভীরতায় ২৫০ গ্রাম ফিটকিরি ব্যবহার করুন।

অক্সিজেন সমস্যা সমাধানে কলস বা পাতিল দিয়ে পুকুরের পানিতে ঢেউয়ের সৃষ্টি করুন।

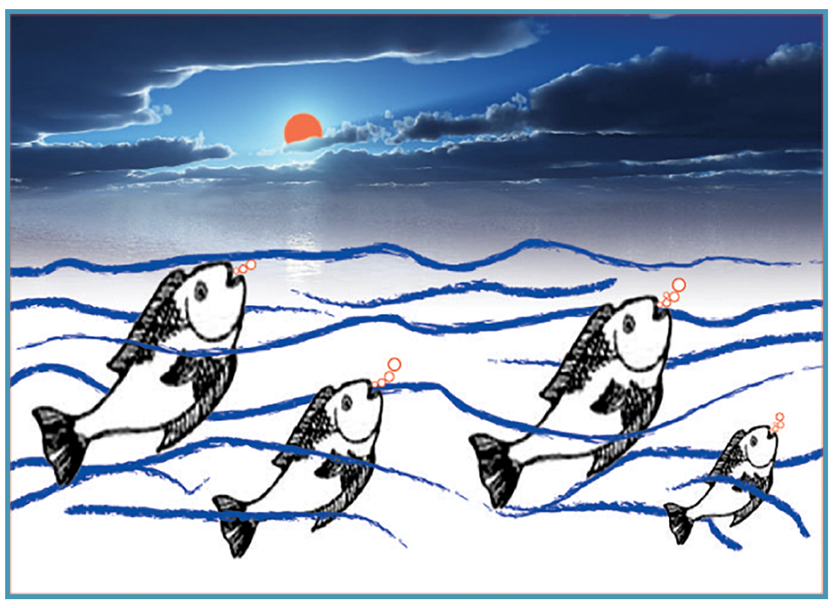

ক্ষতরোগ প্রতিকারে পুকুরে প্রতি শতাংশে ৫০০ গ্রাম চুন অথবা ৫০০ গ্রাম লবণ প্রয়োগ করুন। প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসাবে শীতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ২৫০ গ্রাম লবণ এবং ২৫০ গ্রাম চুন আলাদা আলাদাভাবে প্রতি শতাংশ জলাশয়ে প্রতি মাসে একবার প্রয়োগ করুন।

উঁকুনরোগ প্রতিকারে পুকুরে থাকা সমস্ত ডাল-পালা/বাঁশ তুলে ৩-৪ দিন কড়া রোদে রাখুন এবং পুনরায় পুকুরে ডাল-পালা পুনঃস্থাপন করে ৩-৪ দিন অপেক্ষা করুন। রোগের লক্ষণ প্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে এভাবে ২-৩ বার করলে পুকুর উঁকুনরোগ মুক্ত হবে। ব্যাপক সংক্রমণ রোধে পুকুরে প্রতি শতাংশে ৫০০ গ্রাম চুন ও ৫০০ গ্রাম লবণ আলাদা আলাদাভাবে প্রয়োগ করুন।

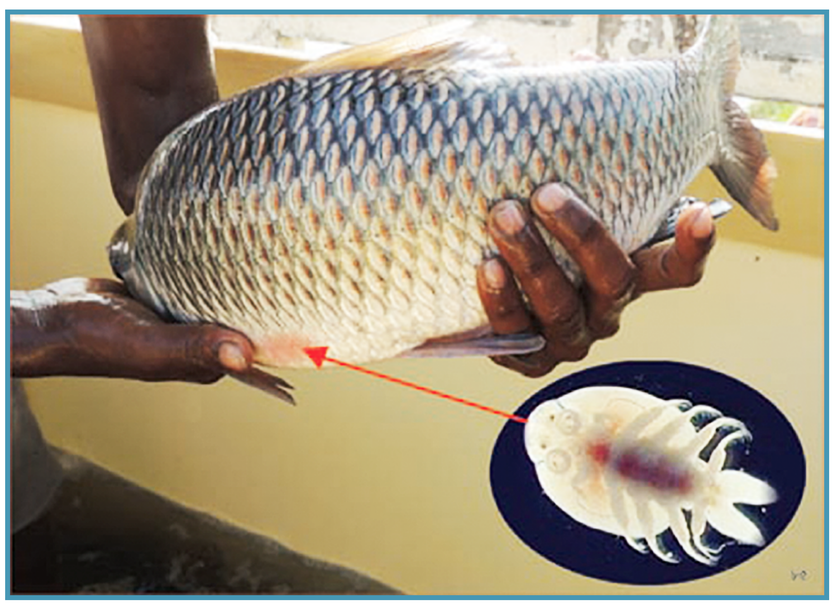

মাছ চাষে কতিপয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয়

- ২-৩ বছর পরপর পুকুরের তলা শুকিয়ে কিছুদিন রোদে ফেলে রাখুন। তবে বাণিজ্যিক চাষের ক্ষেত্রে প্রতি বছর এ কাজ করা ভালো।
- পুকুর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন এবং যথেষ্ট রোদ লাগার ব্যবস্থা করুন।
- পোনার সঠিক উৎস যেমন- মানসম্মত হ্যাচারি ও নার্সারির নাম জেনে পোনা ক্রয় এবং মজুদ করুন।
- পুকুরে দুর্বল ও রোগাক্রান্ত পোনা মজুদ হতে বিরত থাকুন।
- মাছ ধরা বা নমুনায়নের কাজে সবসময় শুকনো জাল ব্যবহার করুন।
- পুকুরে গবাদিপশু গোসল করানো হতে বিরত থাকুন এবং পুকুরের জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।
- আয়-ব্যয়ের সমস্ত হিসাব খাতায় লিখে রাখুন।

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

WorldFish